অনুগ্রহপূর্বক মিলিয়ে নিন

ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২য় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় চ্যান্সেলর

জনাব মোঃআবদুল হামিদ-এর ভাষণ

স্থান: ডুয়েট ক্যাম্পাস, গাজীপুর।

তারিখ: তারিখ: ০৬ চৈত্র ১৪২৪/২০ মার্চ ২০১৮

মন্ত্রিপরিষদের মাননীয় সদস্যবৃন্দ, মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ,
সম্মানিত সমার্বতন বক্তা বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের
চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান,
ডুয়েটের সম্মানিত ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলাউদ্দিন,
সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,
সম্মানিত শিক্ষকমন্ডলী, গণমাধ্যমের প্রতিনিধিবৃন্দ,
প্রিয় গ্র্যাজুয়েটগণ
এবং উপস্থিত সুধীমন্ডলী

সবুজে ঘেরা এই মনোরম পরিবেশে ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর এর ২য় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। সমাবর্তনের এই স্মরণীয় দিনে আমি সনদপ্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েটদের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। আমি ধন্যবাদ জানাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ; যারা নিরলস পরিশ্রম করে আজকের সমাবর্তনকে সুন্দর ও সার্থক করে তুলেছেন। সমাবর্তন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যেমন মাইল ফলক তেমনি গ্র্যাজুয়েটদের জন্যও অত্যন্ত স্মরণীয়। এর মাধ্যমে একদিকে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের দীর্ঘশ্রম ও সাধনার ফলে অর্জিত ডিগ্রির আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায়, অন্য দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ও এর নিজস্ব কার্যক্রমের মূল্যায়ন করতে পারে।

মার্চ আমাদের মহান স্বাধীনতার মাস। বক্তব্যের শুরুতেই আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধসহ ভাষা আন্দোলন ও বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জীবন উৎসর্গকারী বীর শহীদদের। আমি তাঁদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

সম্মানিত সুধীমন্ডলী,

ইতোমধ্যে আমরা স্বাধীনতার ছেচল্লিশ বছর অতিক্রম করেছি। মহান মুক্তিযুদ্ধে রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি অর্থনৈতিক মুক্তির যে লক্ষ্য ছিল তা আজও আমরা পুরোপুরি অর্জন করতে পারিনি। এর বহুবিধ কারণও রয়েছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে আমাদের উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের পথ রুদ্ধ করা হয়। বন্ধ হয় মানুষের বাক, মতামত ও চিন্তার স্বাধীনতা। নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে দেশে আজ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীকে সামনে রেখে বাংলাদেশকে একটি তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর জ্ঞানভিত্তিক সুখী-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে 'রূপকল্প ২০২১' এবং 'রূপকল্প ২০৪১' ঘোষণা করেছেন। এসব রূপকল্প বাস্তবায়নে আমাদের নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আজকের শিক্ষিত তরুণরাই এ কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

সম্মানিত সুধীমন্ডলী,

বাংলাদেশ একটি অপার সম্ভাবনাময় দেশ। আমাদের রয়েছে বিপুল মানবসম্পদ, উর্বর কৃষি ভূমি এবং সম্ভাবনাময় প্রাকৃতিক সম্পদ। জনবহুল এ দেশকে সমৃদ্ধশালী করতে হলে প্রয়োজন পরিকল্পিত উপায়ে বিদ্যমান সম্পদের সর্বোত্তম সুষ্ঠু ব্যবহার। প্রকৌশলীগণ উন্নয়নের কারিগর। তাদের মেধা, মনন ও সৃজনশীল চিন্তা থেকে বেরিয়ে আসে টেকসই উন্নয়নের রূপরেখা। তাই প্রকৌশলীদের চিন্তা ও চেতনায় থাকতে হবে দূরদৃষ্টির সুস্পষ্ট প্রতিফলন।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টিকেও যথাযথভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। বিশ্বায়নের এই যুগে প্রতিযোগিতায় দেশ ও জাতিকে টিকিয়ে রাখতে আমাদের জ্ঞান ও দক্ষতাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে হবে। মনে রাখতে হবে, আমরা আজ স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের নাগরিক। আমাদের আত্মমর্যাদা সমুন্নত রাখতে হলে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে হবে। আমি আশা করি, আজকের নবীন প্রকৌশলীরা বিষয়টি গুরুত্বের সাথে উপলব্ধি করবে এবং তাদের সৃজনশীল চিন্তা ও লব্ধজ্ঞানকে এ লক্ষে কাজে লাগাবে।

সম্মানিত সুধীমন্ডলী,

অনেক ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের মহান স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধু সবসময় রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখতেন। তাঁর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রবৃদ্ধির হার ধারাবাহিকভাবে বেড়ে চলেছে। মাথাপিছু আয় বাড়ছে, কমছে দারিদ্র্যের হার। কৃষির উন্নতিতে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। নারীর ক্ষমতায়ন, মহিলা ও শিশুর উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্যের ধারা অব্যাহত রয়েছে। পদ্মা সেতু এখন আর স্বপ্ন নয়, বাস্তবতা। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ মহাকাশে উৎক্ষেপণের অপেক্ষায় রয়েছে। বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল দেশের কাতারে। স্বল্পোন্নত ক্যাটাগরি থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের তিনটি সূচকের মানদন্ডেই বাংলাদেশ উন্নীত হয়েছে। এটি জাতি হিসেবে আমাদের বড় সাফল্য। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অসামান্য সাফল্যের ফলে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের রোল-মডেল হিসেবে বিবেচিত।

সম্মানিত সুধীমন্ডলী,

বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে জাতি গঠনের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান; যেখানে মেধা বিকাশের সব পথ উন্মুক্ত থাকে। কেবল পুঁথিগত বিদ্যা নয়, বরং দেশ-বিদেশের সর্বশেষ তথ্য সমৃদ্ধ শিক্ষা, গবেষণা এবং সৃজনশীল কর্মকান্ডে যাতে শিক্ষার্থীরা সম্পৃক্ত হতে পারে তার দ্বার উন্মোচন করবে বিশ্ববিদ্যালয়। প্রকৌশল শিক্ষা যদিও হাতে কলমে শিক্ষা, তা সত্ত্বেও এতে সৃজনশীলতার প্রচুর সুযোগ রয়েছে। প্রকৌশলীদের জ্ঞানের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে যুগোপযোগী পাঠ্যক্রম এবং উন্নত পাঠদানের ব্যবস্থা থাকতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরিতে ছাত্র-শিক্ষকের মাঝে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকা আবশ্যক। শিক্ষকদের হতে হবে স্নেহপরায়ণ ও অভিভাবক তুল্য। ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মহান উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে এবং একটি জ্ঞান-ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে অবদান রাখবে- এটাই সকলের প্রত্যাশা।

সম্মানিত সুধীমন্ডলী,

চার দশকের অধিক সময় ধরে প্রতিষ্ঠানটি ধারাবাহিকভাবে দেশের প্রকৌশল শিক্ষায় অনন্য অবদান রেখে চলেছে। যোগ্য প্রকৌশলী তৈরির ক্ষেত্রে আপনাদের নিরলস প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। গবেষণাসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার বিষয়টি সরকার গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবে বলে আমার বিশ্বাস।

প্রিয় নবীন গ্র্যাজুয়েটবৃন্দ,

জীবন চলার পথে তোমরা আজ একটা গুরুত্বপূর্ণ সোপান অতিক্রম করলে। জীবনের আসল সংগ্রাম এখন থেকেই শুরু হবে। আজকের এ সনদ প্রাপ্তি সেই সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার স্বীকৃতি পত্র। এ সনদের সম্মান তোমাদের রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, তোমাদের এ অর্জনে দেশের মানুষের অনেক অবদান রয়েছে। তোমরা তোমাদের সেবা, সততা, নিষ্ঠা ও দেশপ্রেম দিয়ে এ সনদের মান সমুজ্জ্বল রাখবে। কর্মক্ষেত্রে তোমরা পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকনা কেন; মাতৃভূমি এবং এ দেশের জনগণের কথা কখনো ভুলবেনা। অন্যায় ও অসত্যের কাছে মাথা নত করবে না। প্রযুক্তিকে ব্যবহার করবে, কিন্তু প্রযুক্তি যাতে তোমাদেরকে ব্যবহার করতে না পারে সে ব্যাপারে সজাগ থাকবে। নিজের উন্নয়নের সাথে সাথে সমাজ ও দেশের উন্নয়নের কথাও ভাববে। পরিশ্রম করে উপার্জন করবে, এবং সৎভাবে জীবনযাপন করবে। অন্যায়, অসত্য আর দুর্নীতির সাথে কখনো আপস করবে না। মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনাকে সবসময় নিজের মধ্যে জাগ্রত রাখবে। দেশ ও জাতীয় স্বার্থকে সবকিছুর উর্ধ্বে স্থান দিবে। তোমরা তোমাদের লক্ষ্য পূরণে সফল হও। আমি তোমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি। পরিশেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

খোদাহাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।